স্থানীয় আইন ও আইনগত সাহায্য

গন্তব্য দেশের আইনের বাস্তবতা না জানার কারণে অনেক অভিবাসী কঠোর শাস্তি ভোগ করেছেন আবার অনেকে আইনগত সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ ধরনের সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে এ অধ্যায়ের আয়োজন।

স্থানীয় আইনের কঠোর বাস্তবায়ন

অভিবাসী কর্মীরা যে দেশে যাচ্ছেন সেখানে তাদেরকে ঐ দেশের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। বেআইনী কোন কাজের সাথে কিছুতেই নিজেকে জড়ানো ঠিক হবে না। দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির বিধান কড়াকড়িভাবে অনুসরণের কারণে এসব দেশে অপরাধের হারও কম। নিচে কয়েকটি দেশের বিদ্যমান আইন ও তার বাস্তবায়নের উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

সৌদি আরব শরীয়াভিত্তিক অনুশাসনের দেশ। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, মাদক পাচার, সমকামিতা এবং ভেজালের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি সেখানে মৃত্যুদন্ড এবং তা প্রয়োগে তারা কোন দ্বিধা করে না। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অঙ্গচ্ছেদের বিধানও সেখানে কড়াকড়িভাবে পালিত হয়। সৌদি আরবে এক কোম্পানিতে কাজে নিয়োজিত থেকে অন্য কোথাও অতিরিক্ত কাজ করার কিংবা কোম্পানি পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। চুক্তি অনুযায়ী কাজের সময় শেষ হলে এবং আর নবায়ন না হলে অবশ্যই দেশ ত্যাগ করতে হবে। ইকামা বা পরিচয় পত্র বা আবাসিক অনুমতি পত্র ছাড়া বাইরে ঘোরাফেরা করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইন ভঙ্গের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। জেনে বা না জেনে আইন ভঙ্গ করলে জেল অথবা দেশ থেকে বহিস্কৃত করা হতে পারে। মাদক রাখা ও পাচারের দায় প্রমাণিত হলে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। অনুমতি ছাড়া মদ পান করা অবৈধ এবং প্রমাণিত হলে জেল বা জরিমানা হয়।

বাহরাইন এর রাস্তাগুলো প্রশস্ত, একাধিক লেনবিশিষ্ট এবং সব রাস্তাতেই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো। চুরি, ডাকাতি ও হত্যার ঘটনা এখানে খুবই বিরল। ঘরে, বারে ও হোটেলে মদ্যপান অবাধে চলে, তবে রাস্তায় মাতলামি করলে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যায়। বিচার ব্যবস্থা কাজী দ্বারা পরিচালিত হয়।

মালয়েশিয়াতে নাগরিক জীবনের অনেক ছোট ছোট নিয়ম যেমন, ট্রাফিক আইন, ধূমপান মুক্ত এলাকায় ধূমপান করা, টেলিফোনের অবৈধ ব্যবহার, এ্যালকোহলজনিত আইন ইত্যাদি ভঙ্গের কারণে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশীদের অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে, আবার অনেকে জেল খেটেছেন। মাদক রাখা ও পাচারের দায় প্রমাণিত হলে মৃত্যদন্ড দেওয়া হয়।

চাকরির শর্ত লঙ্ঘন / নির্যাতন / কম বেতন

অভিবাসীদের চাকরি সংক্রান্ত কোন জটিলতা যেমন - চাকরির শর্ত লঙ্ঘন করা, নির্যাতন করা, শর্তের চেয়ে কম বেতন দেওয়া, খাদ্য বা বাসস্থানের অব্যবস্থা ইত্যাদি দেখা দিলে এসব ক্ষেত্রে তারা শ্রম-আদালতে মামলা করতে পারেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশী দূতাবাসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। দূতাবাস থেকে নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করে সালিশের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যায়। তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশী দূতাবাসের ঠিকানা সাথে রাখা।

মধ্যপ্রাচ্যে শ্রম-আদালতে বিচার

দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ২২টি মানবাধিকার সংগঠন আছে যারা এসব ব্যাপারে বিদেশী শ্রমিকদের যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে।

দুর্ঘটনাকালীন সাহায্য

সৌদি আরবে মাথাপিছু আয় বিগত সময়ের তুলনায় বেশি হবার কারণে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচির আওতায় গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। অভিবাসী শ্রমিকরা দুর্ঘটনাকবলিত হলে স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবেন। সাধারণত বাংলাদেশী ডাক্তারসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ডাক্তার সেখানে কর্মরত।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতে বৈধ শ্রমিকদের জন্য কোম্পানি এবং সরকারি অফিসগুলো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যদি চুক্তিপত্রে তা উল্লেখ থাকে। অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটলে হেলথ কার্ড করে সরকারি হাসপাতাল বা সেবা কেন্দ্রগুলোতে যাওয়া যায়।

বাহরাইনে নাগরিক ও প্রবাসীদের সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়। সেজন্য রয়েছে হাসপাতাল ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক। বাহরাইনের ৩৫০ শয্যাবিশিষ্ট ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সর্ববৃহৎ হাসপাতাল হচ্ছে সালমানিয়া । এছাড়া রয়েছে সমন্বিত সামরিক হাসপাতাল। সুতরাং দুর্ঘটনা ঘটলে সেবা নেওয়া যেতে পারে।

সিঙ্গাপুরে দুর্ঘটনায় পতিত হলে সুপারভাইজারের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে চিকিৎসা খরচ বহন করা হয়। এছাড়া হেলথ কার্ড করে সরকারি হাসপাতাল বা সেবা কেন্দ্রগুলোতে যাওয়া যায়।

দক্ষিণ কোরিয়ায় চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল, কিন্তু কোম্পানির কারণে দুর্ঘটনায় পতিত হলে চিকিৎসার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করে থাকে কোম্পানি এবং দুর্ঘটনা অনুপাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু যারা অবৈধভাবে কোরিয়াতে আছেন তাদের চিকিৎসা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়ে করতে হয় এবং কোম্পানিতে কোন দুর্ঘটনার শিকার হলে তারা যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে গড়িমসি করে থাকে। অল্প কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করতে চায়। এখন অবস্থা অনেকটা ভিন্ন। বিদেশি শ্রমিকদের সাহায্যে বেশ কিছু মানবিক সংগঠন এগিয়ে এসেছে। অনেক মানবিক সংগঠন বিদেশি শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে এবং গুরুতর অসুস্থ হলে হাসপাতালের খরচের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে। যেমন পুচোঁ (Puchon) হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য শতকরা ৫০ ভাগ ডিসকাউন্ট পেয়ে থাকেন বিদেশীরা। 'ইয়ং দুপুর মেডিকেল সেন্টাও' বিদেশী শ্রমিকরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়ে থাকেন।

ইন্সুরেন্স /ক্ষতিপূরণ দাবি

বর্তমানে সৌদি সরকার 'সবার জন্য চিকিৎসা' শ্লোগানের আওতায় মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স স্কীম নামে নতুন এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বজনীন চিকিৎসার সুযোগ দানের চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স স্কীম করা যেতে পারে যা বিপদকালীন আপনার কাজে আসবে। মালয়েশিয়ায় 'স্যোসাল সিকিউরিটি মানি' বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয় এবং সরকার তার সাথে কিছু অর্থ যোগ করে। কাজের শেষে এই টাকা তুলে আনতে হয়। সময় মতো আবেদন না করে দেশে চলে এলে ঐ টাকা আর তোলা যায় না।